মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষির্কী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে “যুব ও নির্যাতিত জনতার শৃঙ্খলমুক্তির অঙ্গীকার, রুখবে এবার স্বৈরাচার” এই শ্লোগানে যুব-জনতার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক কাওছার আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, শেখ সাঈদ আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো (গাংনী), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ (মুজিবনগর), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, আঃ আওয়াল, আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস, সদর উপজেলা সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

অনান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌল বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, বিএনপি নেতা সামসুল আলম, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান বিপ্লব, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মোঃ হাসান আলী, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আঃ মালেক চপল, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুর কমিশনার ও সদস্য সচিব এনামুল কমিশনার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল

আহমদে, সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু জেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফরাসি দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

ফ্রান্সে প্রকাশ্যে বহুতল ভবনে রাসুল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশের প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র ফ্রান্স দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইট থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শান্তিনগর মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ তাতে বাধা দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ১০টায় রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নামের সংগঠনটির। সেখান থেকে ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স দূতাবাস অভিমুখে মিছিল বের করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় মিছিলে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা ‘বিশ্ব নবীর অপমান, সইবে নারে মুসলমান’, ‘ম্যাঁকোর চামড়া, তুলে নেব আমরা’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, মুসলমান জেগেছে’, ‘বয়কট বয়কট, ফ্রান্সের পণ্য বয়কট’, ‘ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে, ফ্রান্সের দূতাবাস’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলটি শান্তিনগর মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে সেখানেই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এর আগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্সের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, সংসদে নিন্দা প্রস্তাব জ্ঞাপন করা, বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সের দূতাবাস সরিয়ে দেওয়াসহ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন।

দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেন বক্তারা।

গত ১৬ অক্টোবর ফ্র্যান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে দেশটির এক স্কুল শিক্ষকের শিরশ্ছেদ করে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত কার্টুন শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের কারণে ক্ষুব্ধ ওই তরুণ হত্যা করে ওই স্কুল শিক্ষককে।

পরে ফ্রান্সের সরকার ওই স্কুল শিক্ষককে দেশটির সর্বোচ্চ মরণোত্তর পদকে ভূষিত এবং বিভিন্ন ভবনের গায়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত সেই কার্টুনের প্রদর্শন শুরু করে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই কার্টুনের প্রদর্শনের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের পণ্য বর্জন শুরু হয়। পরে চলমান করোনা পরিস্থিতি পণ্য বর্জনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে- এমন আশঙ্কায় আরব দেশগুলোর প্রতি পণ্য বর্জন বন্ধের অনুরোধ জানায় দেশটি।

রিফাত হত্যা: রায়ের অপেক্ষায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামি

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ভিডিও ফুটেজে গত বছর ২৬ জুন রিফাত শরীফকে নির্মমভাবে রাম দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার এই দৃশ্য ধরা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করা হবে আজ। গত ১৪ অক্টোবর আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বরগুনা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান রায়ের এই দিন ধার্য করেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে বরগুনা জেলা কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়েছে কারাগারে থাকা ৬ আসামিকে। জামিনে থাকা বাকি ৮ আসামিও সকালে হাজির হয়েছেন আদালত প্রাঙ্গণে।

এর আগে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির

বিচারের রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকাসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মো. রাকিবুল হাসান ওরফে রিফাত ফরাজী (২৩), আল কাইয়ুম ওরফে রাব্বি আকন (২১), মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত (১৯), রেজোয়ান আলী খান হৃদয় ওরফে টিকটক হৃদয় (২২), মো. হাসান (১৯) ও আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি (১৯)। এছাড়া বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, মো. মুসা (২২), রাফিউল ইসলাম রাব্বি (২০), মো. সাগর (১৯) ও কামরুল হাসান সায়মুন (২১)।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতের ওপর হামলা হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ঐ বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুইভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। মোট ৭৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে এ মামলায়। আলোচিত এ হত্যা মামলার রায়ের দিকে নজর থাকবে আজ গোটা দেশবাসীর।

যেভাবে ঘটে হত্যাকাণ্ড

রিফাত শরীফকে কোথায়, কখন কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার একাধিক ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ভিডিও ফুটেজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের চিত্র দেখা গেছে। কত জন কীভাবে হত্যার মিশন শুরু করে সেটিও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে ফুটেজ থেকে।

পুলিশের তদন্ত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজ থেকে জানা যায়, গত বছরের ২৬ জুন সকালে রিফাত শরীফ সাদা রঙের মোটরবাইকে করে বরগুনা সরকারি কলেজের গেটের সামনে আসেন। এরপর তিনি কলেজের ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশের কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে আসে রিফাত ফরাজী। আরো দুই থেকে তিন মিনিট পর ঘাতকদের এক জন রিফাত ফরাজীর দুই-তিন সঙ্গী কলেজে ঢোকে।

একপর্যায়ে দেখা যায়, রিফাত শরীফ ও তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি কলেজ থেকে বের হন। এর একটু পর রিফাত ফরাজীর নেতৃত্বে আট থেকে ১০ জন রিফাত শরীফকে ধরে ফেলে। কিল, ঘুষি দিতে দিতে তারা তাকে ফটকের সামনের সড়ক থেকে পূর্ব দিকে নিয়ে যায়। সেখানেই প্রথম দেখা যায় নয়ন বন্ড ও অন্যদের।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত ফরাজী ও তার অপর এক সহযোগী দৌড়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রাখা দুটি রামদা নিয়ে আসে। এর একটি রামদা নয়নের হাতে দেয় রিফাত ফরাজী। এরপর তারা দুই জন মিলে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে রিফাত শরীফকে। আর তাদের দায়ের কোপ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন স্ত্রী মিন্নি। তবে পরে পুলিশের তদন্তে বলা হয়েছে, মিন্নিও এই হত্যাকাণ্ডের এক জন পরিকল্পনাকারী। তাই পরে তাকেও আসামি করা হয়েছে। মিন্নি নয়নের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টি গোপন করেই রিফাত শরীফকে বিয়ে করেছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত শরীফকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার পর রিফাত ফরাজী ও নয়ন বন্ড রামদা হাতে সবার সামনে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ঘটনাস্থলের পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। তখন রিফাত শরীফের রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার কাপড়চোপড়। সেখান থেকে তাকে কে বা কারা রিকশায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঐদিন বিকাল ৩টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যালে মারা যান রিফাত শরীফ।

পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ড ছিল একদম পরিকল্পিত। কেউ কিছু আঁচ করার আগেই ঘাতকরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। কীভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রিফাত শরীফের ওপর হামলা করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি বৈঠকও হয়েছিল। তবে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে বাকি আসামিদের বিচার শুরু হয়।

২ ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, খুলনার সাথে রেল যোগাযোগ বন্ধ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনে মালবাহী- তেলবাহী দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে খুলনা-ঢাকা-রাজশাহী- গোয়ালন্দ ও পাবর্তীপুরসহ উত্তরবঙ্গ রেল পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও সাফদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো ওজিউর রহমান

জানান, রাত ১টা ৫০ মিনিটের সময় দুই ট্রেনের এ মুখোমুখি সংর্ঘষ হয়। এ সময় স্টেশনের একটি লাইনে অপেক্ষমান ছিল দর্শনা থেকে খুলনাগামী পাথরবাহী একটি মাল ট্রেন।

অপরদিকে খুলনা থেকে পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী একটি ট্রেন একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে তেলবাহী (ডিজেল ভর্তি) ট্রেনের তিনটি ওয়েল ট্রাঙ্কার লাইনচ্যুত হয়ে বেঁকে ভেঙ্গে ডিজেল তেল বগলা দিয়ে পড়তে থাকে। পাথরবাহী ট্রেনটির তেমন কোন ক্ষতি না হয়নি।

সাফদারপুরের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার আঃ ওহাব বিশ্বাস মোবাইল ফোনে জানান, স্টেশনে খুলনাগামী মালবাহী ট্রেন অপেক্ষমান থাকা অবস্থায় পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী ট্রেনটি সিগন্যাল অমান্য করে একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে ৩টি ডিজেল ট্রাঙ্কার থেকে ৫০ হাজার করে আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক লিটার ডিজেল পড়ে যায়।

তেলবাহী ওই ট্রেনের ড্রাইভার আনিসুর ঘুমাচ্ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। ওই ট্রেনের ইঞ্জিন ভেঙ্গে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে স্টেশনে উপস্থিত থাকা অপর স্টেশন মাস্টার গোলাম মোস্তাফা জানান, তেলবাহী ট্রেনের ড্রাইভারের ভুলের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে ।

স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা জানায়, এসময় বিকট শব্দ হলে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে এসব ট্যাঙ্কার থেকে পড়তে থাকা ডিজেল যে যার মতো হাড়ি, কলসি, বালতি বদনা মগসহ বিভিন্ন পাত্রে করে নিতে থাকে।

এদিকে সকাল ৭টার দিকে ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ও কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তবে লাইন ঠিক হতে কত সময় লাগবে তা কেউ বলতে পারেনি।

সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলায় অর্ধ

শতাধিক নিহত

রাশিয়ার বিমান হামলায় সিরিয়ায় ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তারা তুরস্ক সমর্থিত যোদ্ধা বলে জানা গেছে।

বিবিসির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে বিমান হামলাটি চালানো হয়। এতে ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। সোমবারের ওই হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

এদিকে, আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলা চালানো হয়েছে ফায়লাক আল-শাম নামের একটি ইসলামিস্ট গ্রুপের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যস্থতা ও পর্যবেক্ষণে ইদলিবে যে যুদ্ধবিরতি চলছিল, এই হামলার ফলে তা লঙ্ঘন করা হলো।

সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, রুশ বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা ৭৮ জন। এ হামলায় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। সে ক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

দুই মাসে দু’টি খুন, খুনিরা অধরা

মেহেরপুরে দুই মাসে দুটি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ দুটি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের মধ্যে কোন আসামীকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। হত্যাকারিরা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকায় নিহতের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভুমিকা নিয়েও। তবে পুলিশের দাবি সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে আসামীদের আটক করার জন্য।

জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে গাংনীর সাহেবনগর গ্রামের ছহির উদ্দিন নামের এক মসজিদের খাদেমকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বিত্তরা।

এ ঘটনায় নিহতের ছেলে আখের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামী করে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হতে চললেও আটক হয়নি একজনও।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, আমরা চেষ্টা করছি ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করার।

এতোদিনেও কোন আসামী আটক না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করে নিহতের মেয়ে শাহিনা খাতুন জানান, দিনের আলোতে এইভাবে আমার বাবাকে হত্যা করা হলো। অথচ কাউকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। আসামীদের দ্রুত আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জোর দাবি জানান শাহিনা খাতুন।

ক্লু-লেস ঘটনা ও অজ্ঞাত আসামী, তাই এমন দেরি হচ্ছে বলে দাবি করেন গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান।

এদিকে, গত ২২ অক্টোবর দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার সন্নিকটে সমাজ সেবা অফিসের মাঠ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চাঞ্চচল্যকর এ ঘটনায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসমী করে নিহতের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে সদর থানা একটি মামলা দায়ের করেন। নিহতের আত্মিয়রা জানান, ঘাতকরা মেহেরপুর সদর থানার সামনে একটি দোকানে চা খেয়েছে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ফারুক আহমেদকে হত্যা করা হয়েছে। শহরের বুকে এবং থানার কাছে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে অথচ এখন পর্যন্ত কোন আসামী আটক হয়নি, হতাশা প্রকাশ করে এভাবেই বলেন নিহতের পরিবারের লোকজন।

এই হত্যাকান্ডের তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন ইন্সপেক্টর অপারেশন রাসুল সামদানি আজাদ।

খুব অল্প দিনেই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আটক করতে পারবো বলে জানান সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। এছাড়াও তিনি বলেন, এটা অভ্যন্তরীন দ্বন্দের শিকার হতে পারেন ফারুক। আমাদের ধারনা এটা কোন সন্ত্রাসী গোষ্টির কাজ না। তারপরও আমরা অচিরেই তদন্ত করে মুল বিষয়টা উদঘাটন করতে পারবো।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্য মাঠে কাজ করছে। সম্প্রতি যে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটলো অল্প দিনেই জড়িতদের আটক করতে পারবো। গাংনীর মুয়াজ্জিন হত্যাকান্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, তদন্ত টিম কাজ করছে। অতি দ্রুত জড়িতরা আটক হবে।

ঝিনাইদহে নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রোববার সকালে শহরের চাকলাপাড়ায় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি সাকো’র সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ রুরাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ব্রেড নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ব্রাক’র জেলা সমন্বয়ক রোকেয়া বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ কাজী মাহবুবুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রোফেশনাল অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক, ট্রাষ্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার আরিফুল ইসলাম, ব্রেড এর নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কমিশনার তারিকুল ইসলাম তারিক, সাকো’র নির্বাহী পরিচালক বশির উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাক’র সহযোগিতায় ব্রেড’র আয়োজনে নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে জেন্ডার ভিত্তিক ন্যায় বিচারের প্রচার: পুরুষ এবং ছেলেদের সংযুক্তিকরণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে করোনাকালীন ২৫০ জন নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অপরদিকে ব্রাকের সহযোগিতায় ব্রেড এর আয়োজনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১০ দিন ব্যাপী সচেতনতা মূলক মাইকিং কর্মসূচী পালিত হয়েছে। ২ টি রিক্সাযোগে আগামী ১০ দিন শহরের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সচেতনামূলক ও করোনা ভাইরাসে করনীয় নানা বিষয়ে মাইকিং করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

শৈলকুপায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইন

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০২০ উপলক্ষে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ফ্রী চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ২’শ নারীর চক্ষু দেখা হয়। এদের মধ্যে ৫৫ জনের সানি অপারেশনের জন্য নেয়া হয়। বাকীদের ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। দিনব্যাপী বিশেষ নারী চক্ষু ক্যাম্পেইন হয় শৈলকুপার ব্র্যাক কার্যালয়ের মাঠে।

এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাকের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি রোকেয়া বেগম, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্স এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আল মামুন, খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের পাবলিক রিলেশনস কর্মকর্তা মীর মিজানুর রহমান, ব্র্যাকের স্থানীয় প্রতিনিধি আজহার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্সের অর্থায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল আই কেয়ারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ব্র্যাক ও খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে “বাংলাদেশ জেলা চক্ষু সেবা কর্মসূচী- ভিশন বাংলাদেশ’ প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইদহ জেলার মানুষদের চক্ষু সেবা প্রদান করে আসছে। যার ফলে বিনামূল্যে ও স্বল্পখরচে ছানি অপারেশনের মাধ্যমে বহু মানুষের অন্ধত্ব নিবারন হচ্ছে ।

আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা

সনদ বাতিল

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ না পাওয়ায় আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করা হয়েছে।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকার) ৬৮তম সভায় সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের সনদ বাতিল করে গত ১৮ অক্টোবর গেজেট জারি করেছে সরকার।

যাদের সনদ বাতিল হয়েছে, তারা হলেন- কুমিল্লার মরহুম সাদেক আলী ও আবদুল গফুর আজাদ এবং চাঁদপুরের মো. শফিকুর রহমান হাওলাদার, মো. ফয়েজ উল্লা খাঁন, মো. নজরুল ইসলাম, মো. খলিলুর রহমান ও মৃণাল কান্তি সাহা।

নারায়ণগঞ্জের মো. তারা মিয়া, মো. নুরুল ইসলাম, মৃত মো. আ. জলিল ও মো. আ. হাকিম।

যশোরের মৃত অমূল্য রতন বিশ্বাস, মৌলভীবাজারের উত্তম দাস, মাগুরার মো. ফুল মিয়া, নীলফামারীর মো. জিএম জুলফিকার, জামালপুরের একেএম ফজলুল হক, নরসিংদীর আ. হাই এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের মৃত মো. ইসাহাক মিয়া।

নওগাঁর মো. আনিসুর রহমান, মো. আনিসুর রহমান খান ও মো. খোরশেদ আলী; কুড়িগ্রামের মো. রমজান আলী ও মৃত অহিদ আলি; পাবনার মো. হোসেন আলী, মো. আজিজুল হক, মো. মুক্তার হোসেন ও মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং নাটোরের মো. শমসের আলী ও মো. মমতাজ আলী মণ্ডল।

এর আগে গত জুলাই মাসে ১৩৪ জনকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিল করা হয়। এ ছাড়া গত ৭ জুন বিমানবাহিনী ও বিজিবিতে যোগ দেয়ার সময় গেজেটভুক্ত হয়েছিলেন এমন এক হাজার ১৮১ জনের মুক্তিযোদ্ধা সনদও বাতিল করা হয়েছে। তবে পরে হাইকোর্ট সেই আদেশ স্থগিত করে দেন।

র্যাব হেফাজতে সেলিমপুত্র ইরফান

নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ আহমেদ খানকে মারধরের ঘটনায় মামলায় সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিমকে হেফাজতে নিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে পুরান ঢাকার চকবাজারের ৩০ নম্বর দেবিদাসঘাট লেনে হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়িতে অভিযান শুরু করে র্যাব ও ডিবি। এরপর ইরফানকে হেফাজতে নেয় র্যাব।

ইরফান সেলিম নিজেও একজন জনপ্রতিনিধি; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘সোয়ারিঘাট এলাকায় হাজী সেলিমের একটি বাড়ি আছে, সেটা ঘেরাও করে র্যাব সদস্যরা অভিযান চালাচ্ছে।

র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার বলেন, আমাদের টিমের সদস্যরা হাজী সেলিমের ছেলেকে হেফাজতে নিয়েছে।

চকবাজার থানার ওসি মওদুদ হাওলাদার যুগান্তরকে বলেন, হাজী সেলিমের বাসায় র্যাব ও ডিবির যৌথ অভিযান চলছে। র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম আসার পর তল্লাশি করা হবে। এরপর ইরফান সেলিমকে গ্রেফতার করা হবে কিনা সিদ্ধান্ত হবে।

আমাদের পুরান ঢাকার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চকবাজারের যে বাসায় র্যাব অভিযান চালাচ্ছে সেটি হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়ি। অভিযানে র্যাবের ৪০০-৫০০ সদস্য অংশ নিয়েছেন। ওই এলাকায় কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর ধানমণ্ডিতে কলাবাগান ক্রসিংয়ের কাছে হাজী সেলিমের গাড়ি থেকে নেমে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফকে মারধরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরদিন সোমবার ধানমণ্ডি থানায় একটি মামলা করেন ওয়াসিফ।

মামলায় হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিম, প্রোটকল অফিসার এবি সিদ্দিক দিপু, মোহাম্মদ জাহিদ ও মিজানুর রহমানের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার পর হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে কলাবাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে সংসদ সদস্যের স্টিকার লাগানো একটি কালো রঙের ল্যান্ড রোভার গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৫৭৩৬) পেছন থেকে তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ওয়াসিফ ও তার স্ত্রী ধাক্কা সামলে মোটরসাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওই গাড়ি থেকে জাহিদ, দিপু এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুই-তিনজন ‘অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ’ করতে করতে নেমে আসে এবং ‘মারধর’ শুরু করে। তারা লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ ও তার স্ত্রীকে ‘উঠিয়ে নেয়ার এবং হত্যার’ হুমকি দেয় বলেও মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হলে সংসদ সদস্যের গাড়ি ফেলে মারধরকারীরা পালিয়ে যান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এমপির গাড়ি ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তার মোটরসাইকেল ধানমণ্ডি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে এই ঘটনার পর মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও ধারণ করেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। এরই মধ্যে ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, আহত নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিজেকে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ বলে পরিচয় দিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন।

নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তাকে রক্তাক্ত মুখে বলতে শোনা যায়, তিনি পরিচয় দেয়ার পরও তাকে মারধর করা হয়েছে, তার স্ত্রীর গায়েও ‘হাত দিয়েছে’।

এ বিষয়ে ধানমণ্ডি থানার ওসি ইকরাম আলী মিয়া বলেন, ওই গাড়িটি সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের। ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। তার ছেলে ইরফান সেলিম, নিরাপত্তারক্ষীসহ ৫-৬ ছিলেন। এ ঘটনায় এরফান সেলিমকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করেছেন লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ।

1

Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button